দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড

দুর্নীতির দায়ে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের দেড় বছর পর চাকুরি পেয়েছে ৩ জন

কুমিল্লা, ১০ই সেপ্টেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।– কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ৩ জন কর্মকর্তাকে রেজিস্ট্রেশন জালিয়াতির সাথে জড়িত থাকায় বাধ্যতামূলক অবসর দেবার দেড় বছর পর বকেয়া বেতন ভাতাসহ পুনরায় চাকরিতে বহাল করা হয়েছে। অন্যদিকে একজনকে একবছর ধরে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে রাখা হয়েছে এবং তাকে সাময়িক বরখাস্ত ভাতাও দেয়া হচ্ছে না।

১৯৯৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন জালিয়াতি, অভিভাবকদের এবং স্কুল শিক্ষকদের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে সেকশন অফিসার মোঃ আয়েত আলী, সেকশন অফিসার আবদুল লতিফ (১), উচ্চমান সহকারী আবদুল মান্নান (৩) এবং মার্কশীট লিখতে গিয়ে জাল মার্কশীট তৈরির জন্য একটি মার্কশীট রেখে দেয়ার দায়ে চাকরি থেকে বাধ্যতা–মূলক অবসর দেয়া হয়। অবসর দেয়ার দেড় বছর পর ১৯৯৬ সালে আয়েত আলী, আবদুল লতিফ ও ইকবাল হোসেনকে অবসরকালীন পূর্ণ বেতন ভাতসহ পুনরায় চাকরিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

অন্যদিকে সেকশন অফিসার কাজি শাহ কামালকে সনদপত্র লিখে ও তুলনা করে ১৯শে জানুয়ারি ১৯৯৪ থেকে ৬ই মার্চ ১৯৯৪ পর্যন্ত ৪৮ হাজার ৬শ' ৯৪ টাকা আত্মসাৎ করার দায়ে মন্ত্রণালয়ের আদেশে (নং–শাঃ ১০/বিবিধ ১৪–১৭/ ৯৪/১৩০৪–শিক্ষা তারিখ ৪ঠা আগষ্ট '৯৫) সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। যদিও মন্ত্রণালয়ের এই আদেশের প্রেক্ষিতে শাহ কামালের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান এক চিঠিতে (স্মারক নং–পিএ/বাইসেন/৯৫/৬৭ তারিখ ১৪ই আগষ্ট '৯৫) মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছেন, ৩ মাসে নয়, শাহ কামাল ১ বছর ২০ দিনে সনদ লিখে ও তুলনা করে এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে এইচএসসি'র সকল লেখা ও তুলনা করার অর্থ তিনি গ্রহণ করেন ৬ই মার্চ '৯৪ এবং এসএসসি'র অর্থ গ্রহণ করেন ১৯শে জানুয়ারি '৯৪ তারিখে। বোর্ডের চেয়ার–ম্যানের চিঠিতে বলা হয়, 'সেকশন অফিসার কাজি মোঃ শাহ কামালের বিরুদ্ধে বর্ণিত অভিযোগগুলোর একটিও সঠিক নয়, সেহেতু ন্যায়বিচারের স্বার্থে উক্ত স্মারকপত্রের আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা গেল।' কিন্তু তারপরও তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং অফিস আদেশ ব্যতীত অফিসে যেতে নিষেধ করা হয় এবং তার নামে বরাদ্দ বাসাটি ছেড়ে দিতে বলা হয়। শাহ কামাল অফিসে ঢুকতে না পারায় গত ১ বছর ৪ মাস ধরে সাময়িক বরখাস্ত ভাতাও গ্রহণ করতে না পেরে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

শাহ কামালের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয় তাদের রিপোর্টও দেয়নি। শাহ কামাল তদন্ত কমিটির ৩ জন সদস্যের নিরপেক্ষতা নিয়ে যে আপত্তি করেছিলেন তার জবাবও দেয়নি।